দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৫ ......

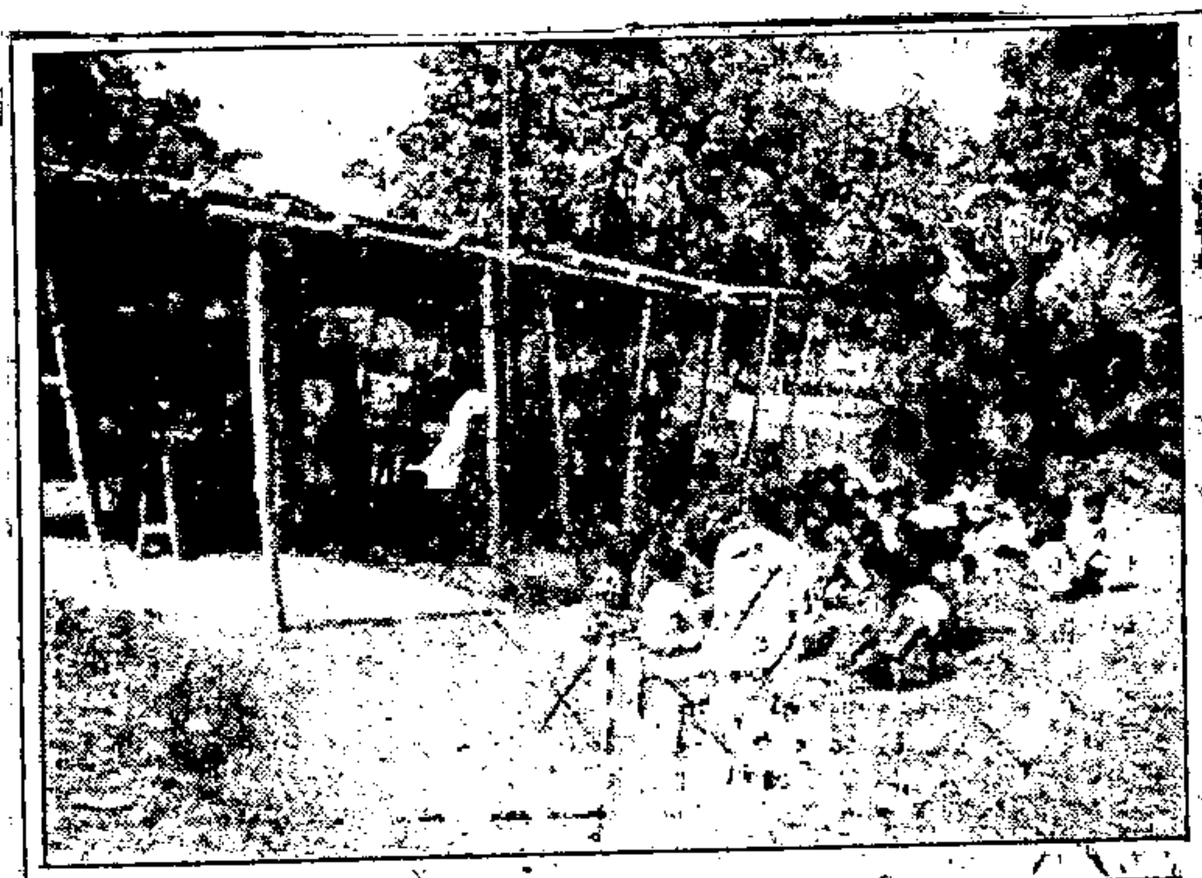

চাঁদপুর ঃ হাজীগঞ্জের জাকনী প্রাইমারী স্কুল চলছে খোলা আকাশের নিচে —জনকণ্ঠ

শিক্ষক কর্মকর্তা ও আসবাবপত্রের অভাব

চাঁদপুরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ॥ ৬০ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁদপুর থেকে

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের সঙ্কট, বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে অনিয়ম ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে জেলার সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত প্রায় ৬০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭শ' ৮৬টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২শ' ২২টি, আনরেজিস্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয় ১৯টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ৮০টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ৬১টি, এবতেদায়ী ১শ' ৫৪টি, কিন্ডারগার্টেন ৭টি, গণশিক্ষাকেন্দ্র ৭৬টি, এবং ব্র্যাক স্কুল ২শ' ৮৫টি রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী, শিশুর সংখ্যা রয়েছে ৪ লাখ ৬২ হাজার ৪শ' ৮। এর মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ২৪ হাজার ২শ' ৪ শিশু এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৩৪ হাজার ৬শ' ৩১ শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এ ছাড়া জেলার শতাধিক গ্রামে বিদ্যালয় না থাকায় হাজার হাজার শিশু শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত। অপরদিকে যেসকল গ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে সেসব গ্রামের শত শত শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। এসব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

শিক্ষা অফিসসূত্রে আরও জানা গেছে, গত ২ মাস যাবত জেলা শিক্ষা অফিসার নেই। কয়েক বছর যাবত নেই সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার। এ ছাড়া সদর ও হাজীগঞ্জ থানায় শিক্ষা অফিসার নেই। জেলায় ৯টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ৭৩টি প্রধান শিক্ষক ও ২শ' ৪৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

এভাবেই শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অভাবে চলছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সুষ্ঠু তদারকির অভাবেও শিক্ষা ব্যবস্থা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীও ব্যাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে নানান অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকাসহ চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে ঠিকমতো ক্লাস হয় না বলেও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। দুর্গম বলে এসব এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে পরিদর্শকরা পরিদর্শনে যান না।

জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সঙ্কট ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে। আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা পিড়িতে, মাদুরে, চটে বা মাটিতে বসে খোলা আকাশের নিচে পড়াশোনা করছে। এছাড়া জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। এসব বিদ্যালয়ের চারপাশে বেড়া নেই। পার্টিশন নেই। নেই চাল বা ছাদ। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা এবং শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় পড়াশোনার মান নিচে নেমে যাচ্ছে।